International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-I, July 2014
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বিশ্বায়ন ও প্রান্তীয়করণ : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শুভ্রজিৎ চ্যাটার্জ্জী

গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক (সমাজতত্ত্ব) উষৎপুর হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর, প.ব.

Abstract

Globalization is the so-called buzz word used extensively to refer to the socio-cultural and economic processes that have been dominating the current juncture in world history. It has become one of the most debated topics and key area of research among the policy makers, statesmen, corporate, politicians and academia respectively over the past few years. Globalization has been defined in different way. Globalization is not just an economic phenomenon – it also affects cultural, political, social, legal and religious life. Globalization at present (the post-1980 period) has marginalized many cultures across the world. On the other hand globalization influences cultural identity. With the development of science and technology, people are closer than before. They become much more concerned about their cultural identity. They are constantly searching for their cultural roots and defending them. Sociologically explaining these aspects of globalization is the theme of this article.

Keywords: Globalization, Cultural Identity, Marginalization.

ভূমিকা : বিগত কয়েক বছর ধরে রাজনীতি, অর্থনীতি, গণমাধ্যম প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটি বহুল আলোচিত বিষয় ও ধারণা হল বিশ্বায়ন বা Globalization. দুই দশক আগেও কিন্তু এই ধারণাটি অপেক্ষাকৃত ভাবে অজানা ছিল বেশির ভাগ মানুষের কাছে। অথচ এখন প্রায় প্রত্যেকের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে ‘বিশ্বায়ন’ শব্দটি। Malcom Waters তাঁর ‘Globalization’ (1995) গ্রন্থে বলেছেন যে, *‘গ্লোবাল’* (Global) শব্দটি প্রায় চার’শ বছর পুরানো শব্দ। কিন্তু *‘গ্লোবালাইজেসন’* (Globalization); *‘গ্লোবালাইজ’* (Globalize) এবং *‘গ্লোবালাইজিং’* (Globalizing) শব্দগুলি ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর মতে ১৯৬১ সালে ‘Webster’ অভিধানে প্রথম *‘গ্লোবালিজম্’* ও *‘গ্লোবালাইজেসন’*-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রথম বিশ্বায়ন নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে। ১৯৬০ সালে Mcluhan (1964) সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম সম্পর্কীত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে *‘the global village’* ধারণাটিকে নিয়ে আসেন, যার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কিভাবে নতুন ধরণের প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বকে ক্রমশ সংকুচিত করে একটি একক ব্যবস্থাতে পরিণত করেছে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব একটি ‘একক বিশ্ব ব্যবস্থাতে’ (single global system) রূপান্তরিত হয়। Anthony Giddens (2006 : 50) বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : *“Globalization refers to the fact that we all increasingly live in one world, so that individuals, groups and nations become interdependent.”* আবার Waters (1995 : 3) বিশ্বায়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল : *A social process in which the constraints of geography on social and cultural arrangements recede and in which people become increasingly aware that they are receding.”* Roland Robertson (1995:44) ail *‘Global Modernities’* গ্রন্থে John Nederveen Pieterse – এর *‘Globalization as hybridization’* প্রবন্ধে বিশ্বায়ন সম্পর্কে Albrow –র বক্তব্যটিকে তুলে ধরেছেন। এই বক্তব্য অনুযায়ী :

"Globalization refers to all those processes by which the people of the world are incorporated into a single world society, global society." Pieters –এর মতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি যেহেতু বহুমুখী প্রক্রিয়া তাই এটিকে বুঝতেও হবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। যেমন অর্থনীতির আলোচনায় বিশ্বায়নকে আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার প্রসার, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন ব্যবস্থার সৃষ্টি, পুঁজিবাদী বাজারের প্রসার ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা হয়।

সমাজতত্ত্বের আলোচনাতে বিশ্বায়ন কিভাবে 'বিশ্বসমাজ' (World society) তৈরি করছে তা বোঝার চেষ্টা করে। আবার ইতিহাস বিশ্বায়নের প্রেক্ষিত থেকে 'বিশ্ব ইতিহাস' (Global history) কে দেখতে চায়। Mehdi (2006 : 131) – এর মতে *"Globalization, comprehensive term for the emergence of a global society in which economic, political, environmental and cultural in other parts of the world."* তাঁর মতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশের ফলশ্রুতিই হল এই বিশ্বায়ন। এর ফলেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সংস্কৃতিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মাধ্যমে সমগ্র মানুষজন, জনসম্প্রদায় ব্যবসাবাণিজ্য, সরকার প্রভৃতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। Samir Dasgupta (2004 : 15)- এর মতে *"Globalization can be defined as a process which denotes a transformation in the spatial organization of social relation and transactions. The prime features of this process is associated with several historical trajectories such as, universal adoption of the state system and emergence of a globally interdependent economic, political, cultural, technological and Communication system. But simultaneously, it is also associated with the feeling of powerlessness and economic depression."* বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যে অনেকক্ষেত্রেই কোন কোন দেশ, জনসম্প্রদায় বা জাতির ক্ষেত্রে পরিচিতি সঙ্কট, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতা প্রভৃতির মতো অনুভূতি বা সমস্যা সৃষ্টি করছে সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় এমন এক প্রক্রিয়াকে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের জনগণ, অঞ্চল ও দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক – এক কথায় সার্বিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। Mayo (2005) – মতে বিশ্বায়নের ফলে বিশেষ করে বৈদ্যুতিন গনমাধ্যমের দৌলতে 'স্থান-কালের সংকোচন' (time – space Compression) যেমন ঘটছে তেমনি বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ – মিথস্ক্রিয়া, আদান প্রদান বা আন্তঃনির্ভশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বায়নের তিনটে দিক : বর্তমান আলোচনাতে বিশ্বায়নের তিনটি দিন (Dimension) বা প্রকাশ (Manifestations) পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন (Economic Globalization), রাজনৈতিক বিশ্বায়ন (Political Globalization) এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন (Cultural Globalization)। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক --- যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্যাখ্যা করা হোক্ না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বায়নকে হয় সমরূপকরণ (Homogenization) না হলে বিষমরূপকরণ (Heterogenization)-এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয়ে থাকে। যেমন সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে যখন্ সমরূপকরণ দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয় তখন মনে করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী একই ধরণের রীতিনীতি অভ্যাসের বিস্তার ঘটে চলেছে। আবার একে যখন বিষমরুপতার দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন মনে করা হয় যে, বিশ্বসংস্কৃতির ও স্থানীয় সংস্কৃতির মিথক্রিয়াতে একটা সংকর সংস্কৃতি (Hybrid culture) সৃষ্টি হয়েছে। Holton (2000 : 148) –এর মতে, *"Hybridization thesis focuses on the intercultural exchange and the incorporation of cultural elements from a variety of sources within particular cultural practices."*

Pieterse –এর উদ্ধৃতিটিকে তুলে ধরে Wittgenstein (2006) বলেছেন যে, বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমরূপকরণ বলতে বোঝায় *"Convergence toward a common set of cultural traits and practices".* তাঁর মতে বিশ্বায়নের ফলে যাঁরা মনে করেন সাংস্কৃতিক সমরূপকরণ ঘটেছে তারা এই প্রক্রিয়াটিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন, Coca-Colonization, McDonaldization, Americanization ইত্যাদি। সমরূপকরণের মাধ্যমে সাধারণ ভাবে এক ধরণের সাংস্কৃতিক বিশেষ করে আমেরিকার মত পশ্চিমী দেশের প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বেশি লক্ষ্য করা যায়। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা, ব্রিটেনের মত দেশ গুলির বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের ভোগ্যপণ্য, পরিষেবা, বিনোদন

সামগ্রী প্রভৃতির বিজ্ঞাপন ও ইমেজকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। Yahoo!, Google, Microsoft, Motorola প্রভৃতির মতো তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানীগুলি তথা ইন্টারনেট ব্যবস্থা এই সমরূপকরণ প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাই তো আমেরিকার পপ্ মিউজিক সমগ্র বিশ্বে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। জিন্স্, কোকাকোলা বা ম্যাক্ডোনাল্ড বিশ্ব ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রতীকে পরিনত হয়েছে।

যাঁরা বিশ্বায়নের ফলে সংস্কৃতির বিষমরূপকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে বিশ্ববাজারের সাথে স্থানীয় বাজারের যোগাযোগের ফলে এক অনন্য *‘গ্লোকাল মার্কেট’* (Glocal Market) তৈরি হয়, যা স্থানীয় বাজারের সাথে সমন্বয় রেখে বিশ্ববাজারের চাহিদা গুলিকে পূরণ করতে সমর্থ। Ronald Robertson (1995) এই প্রক্রিয়াটিকে *‘গ্লোকালাইজেসন্’* (Glocalization) বলেছেন।

পূর্ণমূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা : বিশ্বায়নের এক অন্যতম উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সংস্কৃতি, জাতি – ধর্ম – বর্ণের মানুষজন, আর্থসামাজিক গোষ্ঠী, নৃকুলগত গোষ্ঠী ও বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র গুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে দেওয়া। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ‘বিশ্বায়ন’ শব্দটির পুনরালোচনা বা পূর্ণমূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এটা একটা ভয়ানক সত্য যে বর্তমানে প্রায় বেশীর ভাগ দেশকে এবং দেশের মানুষজনকে পরস্পর বিরোধী দুটি বাস্তবতা তথা ‘বিশ্ব’ (Global) এবং ‘স্থানীয়’ (Local)--- এই দুটি বিপরীত বাস্তবের মুখমুখী হতে হচ্ছে। সাথে সাথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এমন নজির বিহীন ভাবে প্রবেশ করেছে যে এর ইতিবাচক ফলশ্রুতি গুলি অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক সময় এটা ভাবা হত যে, বিশ্বায়নের প্রাথমিক লক্ষ্য হল ‘অংশ’ (Part) গুলোকে সমন্বিত করে ‘সমগ্র’ (Whole) গঠন করা। কিন্তু বাস্তবে অংশ গুলো তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিচিতি কে হারিয়ে ফেলেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক পার্থক্য, সাংস্কৃতিক পরিচিতি সঙ্কট, নৃকুলগত দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। তাই যে বিশ্বায়ন সভ্যতার পুর্নগঠন ও পুর্ণনির্মানের লক্ষ্যে শুরু হয়েছিল, *‘গ্লোবাল ভিলেজ’* একদা সংহতি – সামঞ্জস্য – একত্রিকরণের প্রতীক ছিল তা আজ পার্থক্য, পৃথকীকরণ, খন্ডীভূতকরণ, বৈষম্য, মতভেদ –এর উৎস হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে।

বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি : আমরা দেখেছি বিশ্বায়নের মাধ্যমে মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে দ্রুত পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা আবশ্যিক। কারণ মানব ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপ্রিসীম। সমাজতত্ত্বে ও সামাজিক নৃতত্ত্বে সংস্কৃতি নিয়ে বহু ধরণের আলোচনা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক E.B.Tylor-এর মতে সংস্কৃতি হল : *“………….. that complex whole which includes knowledge, belief, art morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”* (Abraham 2006 : 53). আবার Ralph Linton –এর মতে *“…………… the culture of a society is the way of life of its members, the collection to generation.”* (Doshi 2008 : 225). এই সংস্কৃতি হল সমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট, যা অন্যান্য প্রাণীকূল থেকে আমাদের স্বতন্ত্র করে। ব্যক্তির সামনে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ গড়ে তোলে। পোশাক-পরিচ্ছদ, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যথাযথ আচরণ প্রতিপালনে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে এই সংস্কৃতি সংস্পর্শে। সংস্কৃতির বিভিন্ন আদর্শ, প্রতীক, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, আচার অনুষ্ঠান, প্রথা প্রতিষ্ঠান, উৎসব শিল্পকলা প্রভৃতি গুলির মাধ্যমে আমাদের পৃথক একটি সাংস্কৃতিক পরিচিতি (Cultural Identity) গড়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক পরিচিতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Hoeowitz (2000) বলেছেন, *“Cultural identity is the identity of a group or culture, or of an individual as far as one is influenced by one’s belonging to a group or culture and which is associated with a geographic area where people share many common trait like language, religion, culture and other traits etc.”* Jones (2005) এর মতে ‘পরিচিত’ হল একটা সামাজিক ব্যবস্থার মতো, যা একটা জৈবিক ব্যবস্থার মতো কাজ করে এবং যা গঠিত হয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, নিয়মনীতি দ্বারা এবং যা প্রতিষ্টা করে সেই সমস্ত বিশ্বাস ও অভ্যাস গুলিকে যা সেই গোষ্টীর সদস্যরা অনুসরণ করে। Deng (2005)-এর অভিমত অনুযায়ী, যেহেতু মানুষ তার সংস্কৃতির মাধ্যমেই তার পরিচিতিকে নির্মান করে, তাই তারা তাদের সেই পরিচিতিকে রক্ষা করতে চায়। Y. Singh

(2004) বলেছেন : *"Identity has its subjective root in the person, but it manifests itself objectively as a social product through the mobilization of collective self – consciousness. This consciousness is forgod by a chemistry of several factors, such as history, mythology and instrumental rationality with other cultures gives shape to people's consciousness of their own identity. What form the identity consciousness will take, weather it would promote adaptive, assimilative, alinnative or hostile attitude towards the other culture depends upon a variety of factors. Among them are included the presence or absences of a tradition of pluralism, the nature of the civilization and its past historical experience of cultural contacts with the outside world."* (Singh 2004: 215-216). যাইহোক, এটা বলা যায় যে, কোন একটি স্থানের মানুষজন একটি পৃথক জনসম্প্রদায় গঠন করে যাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকে, যা 'স্থানীয় সংস্কৃতি' (Local culture) হিসাবে পরিচিত। স্থানীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে Bourdieu বলেছেন : *"………….. a local culture is perceived as being a particularity which is the opposite of the global. It is often taken to refer to the culture of a relatively small, bounded space in which the individuals who live there engage in daily, face – to – face relationships ……………….. the taken – for – granted, habitual and repetitive nature of the everyday culture of which individuals have a practical mastery."* (Featherstone 1995: 92) z

সাধারণভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির বাসিন্দারা একই ধরণের জ্ঞান বহন করে এবং এদের ভৌত পরিবেশ মূলত স্থায়ী হয় দীর্ঘকাল ব্যাপী। তাছাড়া তাদের বাসস্থানের সাথে তাদের বিভিন্ন ধরণের আচার অনুষ্ঠান, প্রতীক বা অতীত অভিজ্ঞতা গুলি এমন ভাবে সংযুক্ত থাকে যে এগুলি ছাড়া তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না এবং এটাই স্থানীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। সমাজে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতি বিভিন্ন সম্পরদায় ও গোষ্ঠিকে পৃথক পৃথক পরিচিতি প্রদান করে এবং এভাবেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, যৌন আচার আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, নান্দ্যনিক পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। এটা সত্য যে প্রত্যেকটি সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রলক্ষন ও উপাদানের আদান প্রদান, মিথস্ক্রিয়া, আত্তিকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সেগুলির ভাষাগত, ধর্মীয়, নৃকুলগত বা আঞ্চলিক সীমানা গুলি ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। বলা যায় যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এই আঞ্চলিক সীমানা গুলিকে মুছে ফেলার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বস্তুত পক্ষে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সাথে সাথে গণভ্রমণ ব্যবস্থার প্রসার, অভিবাসন, অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ইত্যাদির ফলে এক ধরণের তরল (Fluid) বা সংস্কর (Hybrid) সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। যেমন বিশ্বায়নের ফলে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাদের উচ্চাশা আজ বিশ্ববাজারের সাথে সম্পর্কীত। ভোগবাদী সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রলক্ষন ও প্রতীক গুলি ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রবেশ করেছে। এখন ভারতের গ্রামে গ্রামে চায়ের দোকান গুলিতে পেপ্সি, কোকাকোলার মত বিদেশী ঠান্ডা পানীয় বিক্রি হচ্ছে। বস্তিগুলিতে কেবল টিভি পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চ্যানেল গুলিতে বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বিনোদনের অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছে। ভারতের গ্রাম ও শহর গুলিতে ফাষ্টফুড রেঁস্তোরা, বিউটি পার্লার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বস্তুত পক্ষে এইরূপ সংকর সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক পরিচিতি বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। যেমন অনেকক্ষেত্রে দুটি পৃথক সংস্কৃতির মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করেও নিজ নিজ সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ব্যবহার করে (উদাঃ আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা নিজেদেরকে ভারতীয় বলে পরিচয় দেয়। আবার ব্রিটেনের লোকজন সেখানে নিজেদেরকে ব্রিটিশ বলে পরিচয় দেয়)। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার মিশ্র পরিচয়কেও ব্যবহার করতে দেখা যায় (উদাঃ এশীয় আফ্রিকান)। অর্থাৎ এই ধরণের বিশ্বায়িত সমাজ বা সংস্কৃতিতে যেখানে ব্যাপক পৃথকীকরন, বহুকেন্দ্রীকতা (Multicentricity), বিশৃঙ্খলা (Chaos) পরিলক্ষিত হয়, সেখানে কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতির অগ্রাধিকার প্রাধান্য পায় না, কোন কেন্দ্রীয় সংগঠিত সরকারের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এই ধরণের বিশ্বায়িত সংস্কৃতিতে রয়েছে বৈচিত্র, যেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন থেকে আঞ্চলিক সীমারেখা বা স্থানীক সীমানা (Spatial boundaries) বিলীন হয়ে যায়। ফলে ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে এই ধরণের সমাজ-সংস্কৃতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি গুলির পূর্বানুমান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এপ্রসঙ্গে Featherstone বলেছেন : *"This globalization process which point to the extension of global culture*

interrelatedness can also be understood as leading to a global ecumene, defined as a 'region of persistent culture interaction and exchange': a process whereby a series of culture flows produce both: firstly, cultural homogeneity and cultural disorder, in linking together previously isolated pockets of relatively homogeneous culture which in turn produces more complex images of the other as well as generating identity reinforcing reactions; and also secondly, transnational cultures, which can be understood as genuine 'third cultures' which are oriented beyond national boundaries." (Abraham 2006: 64).

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ : বিশ্বায়নের ফলে এই যে সীমানাহীন বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির মধ্যে যে সংস্কৃতিগত আদান প্রদানের সুযোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে তার ফলে প্রত্যেকটি সমাজ – সংস্কৃতি বা নৃকুলগত গোষ্ঠির জীবন যাত্রা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নগুলি আসে সে গুলি হল : বর্তমানে যে বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় সংস্কৃতি গুলি রয়েছে, যাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বর্তমান, সেগুলি কি বিশ্বায়নের সমরূপকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে হারিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির সাথে মিশে যাবে? এক্ষেত্রে কোন সংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করবে? তাহলে স্থানীয় সংস্কৃতি গুলির ভবিষ্যৎ কি? স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিচিতি কি সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে? আর্থসামাজিক বা সাংস্কৃতিক ভাবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠি, ধর্মীয় জনসম্প্রদায় বা নৃকুল গোষ্ঠিগুলিরই বা কি হবে?

বিশ্বায়ন ও প্রান্তীয়করণ : বস্তুত পক্ষে বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যে সংমিশ্রণ ঘটেছে সেই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ব্যাপারটি সবসময় কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এক্ষেত্রে Avijit Pathak (2006) বলেছেন : *"Because cultures may have asymmetrical resources emanation from the unequal distribution of wealth and political power, and the resultant interaction may be characterized by conquest domination, subjugation and marginalization."* (Pathak 2006: 73).

বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রান্তীয়করণ (Marginalization) একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রান্তীয়করণ হল এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন গোষ্ঠির মানুষজনকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ভাবে সমাজের শেষ সীমানাতে বা নিম্ন অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটি হল মানুষ দ্বারা তৈরি বা সামাজিক ভাবে নির্মিত একটি প্রক্রিয়া, যা অসম স্তরবিন্যাস কাঠামো তৈরি করে। সাধারণভাবে এই প্রান্তীয় মানুষেরা মূলধারার সমাজ ব্যবস্থা থেকে হয় বিচ্ছিন্ন থাকে, না হয় আংশিকভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। সমাজতত্ত্বে প্রান্তীয়করণের ব্যাপারটিকে দেখা হয় সমাজের কোন গোষ্ঠি কোন বিশেষ বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বা সংহতিপূর্ণভাবে বসবাস করছে কিনা তার পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মে তাদের অংশ গ্রহণের প্রকৃতি কিরূপ তার উপরই প্রান্তীয়করণের ধারণাটি নির্ভর করে। যেমন কোন গোষ্ঠি অর্থনৈতিক ভাবে সমাজের সাথে কিরূপ তার উপরই প্রান্তীয়করণের ধারণাটি নির্ভর করে। যেমন কোন গোষ্ঠি অর্থনৈতিক ভাবে সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত (Integrated) হলেও সামাজিক ভাবে প্রান্তীয় হতে পারে। অর্থাৎ সম্পর্কযুক্ত না থাকা (Non-integration) এবং অংশ গ্রহণ না করা (Non-participation) কিন্তু কোন গোষ্ঠিকে সমাজে প্রান্তীয় করে তুলতে পারে এবং সর্বোপরি সেই গোষ্ঠি সমাজ থেকে বর্জন ও (Exclusion) – এর ব্যাপারটি নির্ধারিত হয় সমাজ ব্যবস্থা বা উপ ব্যবস্থাতে তাদের ভূমিকার উপর। জাতি\, ধর্ম, বর্ণ, নৃকুলতা, লিঙ্গ বৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিকতা, সংস্কৃতি প্রতীক, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে প্রান্তীয়করণ প্রক্রিয়াটি বৈধতা লাভ করে এবং সামাজিকীকরণ, শিক্ষা, রাজনীতিকীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজে প্রান্তীয়করণ প্রক্রিয়ার পুনরুৎপাদন ঘটে চলে দীর্ঘকাল ব্যাপী। সমাজ কাঠামোতে প্রান্তীয়করণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন পেশাগত ক্ষেত্রে, স্তরবিন্যাস ব্যবস্থাতে, আয়ের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ইত্যাদি। ভাষা ও অন্যান্য ধরণের প্রতীকী আচরণ, রাজনীতি, আচার অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রান্তীয়করণ পরিলক্ষিত হয়। আবার সামাজিক প্রান্তীয়করণ সেই আনুষ্ঠানিক আন্তঃ সম্পর্কগুলির মধ্যে দেখা যায় যেখানে প্রাধান্যকারী গোষ্ঠিগুলির মধ্যে একটি গোষ্ঠিকে হয় আংশিক ভাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, কখনো বা সম্পূর্ণ ভাবে বাধা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে এই প্রান্তীয় গোষ্ঠি গুলির প্রতি প্রাধান্যকারী গোষ্ঠিগুলি বা মূলধারার সমাজ আচার আচরণ বা মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানা বিধি নিষেধ আরোপ করে। অর্থনৈতিক প্রান্তীয়করণের ফলে এই সকল গোষ্ঠি সমাজের মূলধারার অর্থনীতির

অংশীদার হতে পারে না। ফলে তারা নিম্নমানের নিম্নমজুরীর কাজের সাথে যুক্ত থাকে। নিম্নমজুরীর কাজ, মরসুমী কাজ বা বেকারত্ব তাদেরকে ক্রমাগত দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়। এই অর্থনৈতিক দুরাবস্থা তাদের জীবনযাত্রার মানকে এমন নামিয়ে দেয় যে মূলধারার সমাজ ব্যবস্থা থেকে তারা ক্রমশ প্রান্তে চলে যায়, রাজনৈতিক ভাবে প্রান্তীয় গোষ্ঠিগুলিকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের সমুধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। ফলে তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠির অধঃস্তন বলে প্রতিপন্ন হয় এবং অনেকাংশে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তাদের মধ্যে ঘটে না সমাজের প্রাধান্যকারী গোষ্ঠির দমন পীড়ন ও হেজিমনি (Hegemony) তাদের সহ্য করতে হয়। আর প্রাধান্যকারী গোষ্ঠি তাদের হেজিমনিকে বজায় রাখার জন্য প্রান্তীয়তাকে পুনরুৎপাদন করে চলে।

বিশ্বায়নের মাধ্যমে মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে দ্রুত পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এমন অনেক উপসংস্কৃতি, স্থানীয় সংস্কৃতি, আঞ্চলিক সংস্কৃতি বা ভৌগলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি রয়েছে যারা বিশ্বসংস্কৃতিতে অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে না। কারণ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এদেরকে মূলধারার অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি বা রাজনীতি-সমস্ত ক্ষেত্র থেকে প্রান্তে সরিয়ে দিচ্ছে। এজন্য বিশ্ববাজারে তাদের অর্থনৈতিক পেশা বা ভূমিকাকে সংযুক্ত করতে পারছে না। সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় বা রাজনৈতিক অধিকার গুলি অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের গলার স্বর পৌছানোর সুযোগ তৈরি করতে পারছে না। ইন্টারনেট বা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকে নিজেরা ব্যবহার করে তাদের সামাজিক অবস্থা বা সাংস্কৃতিক আচার - অনুষ্ঠান, প্রথ, সঙ্গীত, নৃত্য, কলা, শিল্পগুলিকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার যোগ্যতা বা সামর্থও তারা অর্জন করতে পারছে না। ফলে এই সকল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তাদের একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে বা বাঁচিয়ে রাখতে ব্যার্থ হচ্ছে। এপ্রিসঙ্গে Zygmunt Bauman - এর বক্তব্যকে তুলে ধরা যেতে পারে। তাঁর মতে, *"………………… being local in a globalized world is a sign of social deprivation and degredation. Those local areas where global inputs exert the most pressure are losing their 'meaning generation' and 'meaning negotiating' capacities. The people in those areas are increasingly dependent on the economic and cultural hegemoni of global powers."* (Dasgupta 2004: 19, 20). অর্থাৎ বিশ্বসংস্কৃতির হেজিমনি এই সকল গোষ্ঠিগুলিকে প্রান্তীয় করে তুলে। ফলে মূলধারার সমাজ সংস্কৃতির মধ্য থেকেও তারা পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। ক্রমাগত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রান্তীয়করণের ফলে এই সকল গোষ্ঠিগুলি নানা সুযোগ সুবিধা থেকে যেমন বঞ্চিত হয়, তেমনি এই গোষ্ঠির মানুষেরা সমাজে যে অবদান রাখে সেটাকেও অনেক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি বা মর্যাদা দেওয়া হয় না। কলঙ্কযুক্ত সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব, নিম্নসামাজিক মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক পৃথকীকরনের স্বীকার হতে হয় এই প্রান্তীয়করণের ফলে। ফলে তারা বৃহত্তর জাতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব এক উপসংস্কৃতির মধ্যে জীবনধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রে আবার এই সামাজিক - সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নকরণের ফলে তাদের 'সাংস্কৃতিক পরিচিতি' সঙ্কট তীব্র হয়ে ওঠে। যেমন ওড়িষ্যার 'Dongria নামক উপজাতি আজ বিলুপ্তির পথে (Pratheep 2010)। উত্তর প্রদেশের Bahraich জেলার Bhankuttypura অঞ্চলে *'Dhankut'* নামক উপজাতিদের সংস্কৃতি আজ বিপন্ন এই বিশ্বায়নের ফলে। এই উপজাতি সম্প্রদায় শহরের কেন্দ্রে বসবাস করলেও শিক্ষা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, পানীয়জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ বিশ্বায়নের সুফল এরা ভোগ করতে পারছে না, বরং এরা প্রান্তীয় হয়ে পড়েছে (Chantia & Mishra: 2009)। আফ্রিকা সুদানের Red Sea অঞ্চলের *'Beja'* উপজাতি সম্প্রদায় বিশ্বায়নের ফলে ক্রমশ প্রান্তীয় হয়ে পড়েছে (Hommaida, 2006)। চেক প্রজাতন্ত্রের 'Zlin' অঞ্চলের স্থানীয় সংস্কৃতি আজ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে বিশ্বায়নের এই সমরূপকরণের ফলে। যেমন অর্থনীতির অনগ্রসরতা, লোকসংস্কৃতির বিনাশ, সাংস্কৃতির পরিচিতির সংকট ইত্যাদি (Pekajova & Novosak: 2010)। আফ্রিকার Ethiopia - তে বাণিজ্যিক উদারীকরণ শুরু হলেও এখনো বিশ্বঅর্থনীতিতে তারা প্রান্তীয় রয়ে গেছে। সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, দারিদ্রতা ও অন্যান্য মৌলিক সমস্যা গুলিতে এই অঞ্চল আজও জর্জরিত (Dercon, 2006)। লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রানবন্ত উপাদান হল লোক সঙ্গীত (Folk song)। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সংস্কৃতি গুলির অবলুপ্তির সাথে সাথে অনেক অঞ্চলের লোক সঙ্গীতও আজ অবলুপ্তির পথে। পরিবর্তে এখন জায়গা করে নিয়েছে

পশ্চিমি সঙ্গীত ও গণসংস্কৃতির আধুনিক গান, যেগুলো তৈরি করছে সাংস্কৃতিক শিল্প (Culture industry) এবং মানুষ সেগুলোকে ভোগ করছে। বিশ্বায়নের ফলে এরকমই কয়েকটি লোক সঙ্গীতের কথা বলা যায় যেগুলো বর্তমানে অবলুপ্তর পথে। যেমন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ভাদুগান, টুসুগান, ঝুমুর গান ইত্যাদি। এই ভাবে বিশ্বের ৭০টি দেশে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন স্থানীয় সংস্কৃতি বিশ্বায়নের ফলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে হারিয়ে ক্রমশই প্রান্তীয় হয়ে পড়েছে, হারিয়ে ফেলেছে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে (Pratheep, 2010)। তাই Castells (1996) বলেছেন *"Openness to foreign content can erode the traditional values and indigenous cultural identity".*

বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিক : তবে বিশ্বায়নের একদিকে স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও অনেকক্ষেত্রে জন্ম দেয় নতুন নতুন সুযোগ সম্ভাবনার, কারণ বিশ্বায়নের মাধ্যমে মানুষ অর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে দ্রুত পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাছে। মূলত বৈথুতিন গণমাধ্যম ও পর্যটন ব্যবস্থার ব্যপক প্রসারের ফলে স্থানীয় অনেক সংস্কৃতি বিশ্বের কাছে পরিচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমান গণমাধ্যমগুলিমানুষের কাছে বৈচিত্রের স্বাদ পৌছে দিয়ে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে এই সমস্ত স্থানীয় সংস্কৃতি গুলিকে খুঁজে বের করছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই সমস্ত বৈদেশিক স্থানীয় সংস্কৃতি গুলির প্রতি অনেকাংশেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে এই গণমাধ্যম গুলির দৌলতেই। ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি গুলি তাদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, নৃত্য, কলা, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতির মতো সৃজনশীল সম্ভাবনাগুলিকে বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থায় বা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে এবং এর মাধ্যমেই তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে পুনরুত্থানের চেষ্টা করছে। Y. Singh (2000) – এর মতে : *"The new means of communication also augment and empower the local communities, local cultures and minority sects by extending the reach of their interaction. Their cultural and emotional bonds are strengthened due to their global reach through new telecommunication linkages; e.g., video – meetings, tele discussions etc ……………….. Apart from such empowering impact, the local communities and cultures are also inspired by the new telecommunication media to reassert their cultural identity and reinforce their resilience."* (Singh 2000: 59-60)। যেমন Medina (2008) দেখিয়েছেন যে, মেক্সিকোর 'চিহুয়াহুয়া' (Chihuahua) অঞ্চলের 'Mata Ortiz' নামক স্থানের মৃৎশিল্প ৫% আমেরিকাতে এবং ৫% ইউরোপ ও জাপানে রপ্তানী হয়। অর্থাৎ তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বিশ্ববাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পীরা প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের দ্রব্য গুলিকে বিশ্বক্রেতাদের সামনে তুলে ধরতে ও বিশ্ববাজারে বিক্রি করতে সমর্থ হয়েছে। Burton (2010) ক্যারিবিয়ান সমাজের জামাইকা অঞ্চলের উপর গবেষণা করে যে দেখিয়েছেন, বিশ্বায়নের ফলে ক্যারিবিয়ান সংস্কৃতিতে একাধিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটছে এবং এক ধরণের *ফ্লুয়িড* (Fluid) সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে, তবে এই বিশ্বায়নের ফলে কিন্তু ক্যারিবিয়ানরা তাদের সংস্কৃতি যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, খাদ্য ইত্যাদি গুলিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতেও সমর্থ হয়েছে। জামাইকার বিখ্যাত অনেক শিল্পীই বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে নাচগানের অনুষ্ঠান করছে। Liao (2010) দেখিয়েছেন তাইওয়ানের 'Lukang' অঞ্চলের স্থানীয় হস্তশিল্পীরা তাদের শিল্প ও ঐতিহ্যকে পুনরুত্থানে সক্ষম হয়েছে পর্যটন শিল্পের বিকাশের কারণে। Tjahjono (2003) দেখিয়েছেন যে ইন্দোনেশিয়ার জাকারতার *'Betawi'* নামক নৃকুলগোষ্ঠি তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুত্থান ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তাই মাত্র কয়েক দশক আগেও যেসমস্ত স্থানীয় সংস্কৃতি বা নৃকুলগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠি, যারা বিশ্বসংস্কৃতি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠির কাছে বর্জিত ছিল, বিশ্বায়নের দৌলতে এই বিশ্বায়িত বিশ্বে তাদের মধ্যে এক সচেতনতা গড়ে উঠতে শুরু করছে মূলধারার সমাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য, বিশ্বসংস্কৃতিতে নিজেদের পরিচিতিকে তুলে ধরার জন্য বা সেই সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে রক্ষা করার জন্য। যেমন Chantia & Mishra (2009) দেখিয়েছেন ভারতের উত্তর প্রদেশের Dhankuttypura অঞ্চলের *'Dhankut'* নামক প্রান্তীয় উপজাতি জনগোষ্ঠিটি তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও মর্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'Dhankut Sangharsh Samiti' গঠন করে আন্দোলন শুরু করেছে। Cesarotti (2009) দেখিয়েছেন Mexico এবং Bolivia –র অনেক নৃকুলগত গোষ্ঠির মানুষ বিশ্বায়নের সুযোগ সুবিধা গুলিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অনুন্নত অবস্থা কাটিয়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করেছে।

Friedman (1994) দেখিয়েছেন, জাপানের *'Ainu'* নামক নৃকুলগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠি তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করেছে। Bellamine (2007) দেখিয়েছেন মরোক্কোর *'Azrou'* অঞ্চলের হস্তশিল্পীরা বিশ্ববাজারে বৈদ্যুতিন বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করার জন্য সংগ্রাম করছে। Sanaka (2008) দেখিয়েছেন জাপানের 'Mingei' আন্দোলনও লোকশিল্পকে পুনরুত্থানের আন্দোলন। তাই Tomlinson (2003) - এর মতে "……… identity is seen here as the upsurging power of local culture that offers resistance to the centrifugal force of capitalist globalization".

সুতরাং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন শুধুমাত্র ক্ষতিসাধন বা ধ্বংস সাধনই ঘটায় না বরং অনেক ক্ষেত্রেই জন্ম দেয় নতুন নতুন সুযোগ বা সৃজনশীলতার। মাত্র কয়েক দশক আগে যে সমস্ত স্থানীয় সংস্কৃতি বা নৃকুলগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠি, যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ গোষ্ঠির কাছে বর্জিত ছিল, বিশ্বয়নের দৌলতে এই বিশ্বয়িত বিশ্বে তাদের মধ্যে এক সচেতনতা গড়ে উঠতে শুরু করেছে মূলধারার সমাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য, বিশ্বসংস্কৃতিতে নিজেদের 'পরিচিতি' কে তুলে ধরার জন্য এবং সেই 'সাংস্কৃতিক পরিচিতি' কে রক্ষা করার জন্য। Malgaj (2009) এপ্রসঙ্গে বলেছেন : *"……. Globalization influences cultural indentity. Science and technology make the world globalized and globalization reflects somewhat of the theory convergence, but in deeper sense, it promotes cultural indentity. With the development of science and technology, people are closer than before. They became much more concerned about their cultural identity. They are constantly searching for their cultural roots and defending them".* বলা যায় যে, বিশ্বসংস্কৃতির হেজিমনি, প্রভাব, দমনপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে স্থানীয় সংস্কৃতি, সাবল্টার্ন, প্রান্তীয় গোষ্ঠি গুলি তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির পুনরুত্থানের প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছে এবং যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, পেশা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা 'পরিচিতি' কে সামনে রেখে। Seabrook (2004) বলেছেন : "There are two aspects to resistance. One is the re-assertion of local identities – even if local actually means spread over large parts of the world. The reclaiming of the local is often focused in the field of culture – music, song, dance, drama, artifacts and folk culture. This suggests an attempt to quarantine it from the effects of economic integration; a kind of cordon sanifaire set up around a dwindling culture. Some people believe it is possible to get the best of both worlds – they accept the economic advantages of globalization and seek to maintain something of great value, language, tradition and custom ………… The other has become only too familiar the violent reaction, the hatred of both economic and cultural globalization which may not merely perceive, but feel in the very core of their being, as an inseparable violation of indentity". বিগত কয়েক বছর অশিক্ষা, বেকারত্ব, দারিদ্র, অপর্যাপ্ত পানীয় জল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, বঞ্চনা, শোষণ, আধিপত্য প্রভৃতি থেকে মুক্তির জন্য এই সকল প্রান্তীয়, অবহেলিত সম্প্রদায়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে বহু ধরণের প্রতিবাদ আন্দোলনও সংগঠিত করেছে বা করে চলেছে। বিশ্বায়নের সৃষ্ট বহুমুখী চাপগুলি সম্পর্কে তারা যেমন সচেতন হয়েছে তেমনি সেই সকল চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য বিপরীতমুখী পরিকল্পনাও তারা গঠন করতে শুরু করেছে। বিগত শতকের নব্বই - এর দশক থেকে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনগুলি উল্লেখযোগ্য ভাবে জনসম্মুখে এসেছে এবং রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করেছে। বিশ্বায়ন এবং নতুন উদারনৈতিক অর্থনিতির বিকাশের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক শক্তি, বহুজাতিক সংস্থা, বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGOs), নাগরিক সমাজ (Civil society), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাহায্যে ও সমর্থনে এই আন্দোলনগুলি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

উপসংহার: সুতরাং একথা বলা যায় যে বিশ্বায়ন একদিকে যেমন কিছু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি, সাবল্টার্ন বা প্রান্তীয় জনগোষ্ঠির 'সাংস্কৃতিক পরিচিতি'কে ধ্বংস করে ফেলেছে, অন্যদিকে তেমনি আবার এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াই বিভিন্ন জন সম্প্রদায়কে তাদের সংস্কৃতি রক্ষার, নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুনরুত্থান করার বা 'বিকল্প পরিচিতি' (alternative indentity) গড়ে তোলার নানা সুযোগ সম্ভাবনা তৈরি করে দিচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী :

Abraham, M. Francis (2006): *Contemporary Sociology: An Introduction to Concepts and Theories;* Oxford University Press, New Delhi.

Bellamine, Wsdii (2007, June-8): *The Impact of Globalization on Small Scale Artisans in Azrou, Morocco; http://www.wpi.edu/pubs/E-project/Available/E-project-010908-142849/unrestricted/IQP.Ifrane.morocco.pdf.*

Burton, Roxanne, E(2010): *Globalization and cultural Identity in Caribbean Society: The Jamaican Case;* University of the West Indies, Cave Hill, Barbados. *http://anthromuscum.missouri.edu/minigalleries/lostwax/intro.shtml.*

Castells, M.(1996): *The Rise of Network Society;* Blackwell Publishing, Oxford.

Cesarotti, Brian (2009): *Globalization's Impact on Indigenous People in Maxico and Bolivia;* PLS315, Grand Valley State University. *http://smashthemirror.files.wordpress.com/2009/05/globalizationand-indigenous-people.pdf.*

Chantia, A & Misra, P (2009, Dec-21): *Impact of Globalization on Marginalised Group and Role of Social Movement: A Study of Dhankut of District Bahraich, U.P; http://alokchantia.blogspot.com/2009/12/impact-of-globalization-tribal-htma.*

Dasgupta, Samir (edt.) (2004): *The Changing Face of Globalization;* Sage, New Delhi.

Deng, N (2005): *On the national literature's tactics in the globalization's language environment;* Journal of Human Institute of Humanities, Science and Technology, vol. 1, 39-40.

Dercon, Stefan (2006, July): Globalization and Marginalization in Africa: Poverty, Risk and Vulnerability in rural Ethiopia; QEH Working Paper Series-147, Department of Internal Development, University of Oxford. *http://www.geh.ox.ac.uk/rePEc/geh/gehwps/147.pdf.*

Doshi, S.L. (2008): *Postmodern Perspective on Indian Society*, Chapter 9,11 Rawat Publications, Jaipur, New Delhi.

Featherstone, Mike (1995): *Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity;* Sage, London, New Delhi.

Friedman, Jonathan (1994): *Globalization and Localization;* in *Cultural Identity & Global Process,* Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi.

Giddens, Anthony (2006): Sociology, 5th edition; Polity Press; Cambridge CB21UR, UK.

Hommaida, Aisha A (2006, Nov): *Globalization and the State in the Red Sea Hills: Beja issues on resources management and prospectus of Peace, Respect;* Sudanese Journal for Human Rights, Culture and Issuer of Cultural Diversity. http://www.Sudan-forall.org.

Horowitz, Donald (2000): *Ethnic Group in Conflict;* University of California Press, Berkley.

Jones, P (2005): *Introducing Social Theory;* Atlantic, New Delhi.

Liao, Zu-Chun (2003): *The Revival of Traditional Handicrafts: A Model from a Local Communities in Taiwan; http://www.studienkreis.org/common/news/referatoernek.pdf*.

Malgaj, Luka (2009, Aug-21): The Impact of Globalization on Cultural Identity; http://www.mystressmanagement.net/

Mayo, Marjorie (2005): *Global Citizens: Social Movements & The Challenge of Globalization; CSPI Canadian Scholars'* Press Ine, Toronto, Zed Books, London New York.

Mcluhan, Marshall (1964): *Understanding Media;* Routledge; London.

Medina, Jose (2008): The Globalization of Indigenous Art: The Caseof Mata Ortiz Pottery; *http://ciede.mgt.unm.edu/fibea2008/papers/Indigenous Entrepreneurship And Globalization/medinalossantospaper.pdf*

Mehdi, Abbas (2006): *Globalization: Whose Benefit Anyway* in Samir Dasgupta and Kiely Ray edt. 2006 *Globalization and After;* Sage, New Delhi.

Pathak, Avijit (2006): *Modernity Globalization and Identity: Towords A Reflexive Quest*; Aakar Books, Delhi.

Pratheep. P.S (2010): *Globalization, Identity and Culture: Tribal Issues in India;* LSCAC. *http://www.lscac.msu.ac.th/book/149pdf*.

Pekajova, L. & Novosak, J. (2010): *Local culture in the Era of Globalization: Focused on the Zlin Region;* in *Beyond Globalization: Exploring the Limits of Globalization in the Regional Context*, 169-176, Ostrava, University of Ostrava Czecn Republic. http://conference.osu.cu/globalization/publ/21pekajova_novosak.pdf

Robertson, Roland (1995): *Globalization: Time Space and Homogeneity-heterogeneity* in Featherstone Mike, Lash, Scott and Robertson Roland (edt). *Global Modernities;* Sage, Londan.

Sanaka, Tadashi (2008): *An Economic Essay on Tradition Handicraft Industries by Taking MINGEI (Folkcrafts) and DENTOTEKI'KOGEI-HIN (Traditional craft) as a Base of Reappraisal. http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/bitstream/harp/4870/1/hig150.pdf*.

Seabrook, Jeremy (2004, Jan-13): *Localizing Cultures; http://www.globalpolicy.org/security/index.html*.

Singh, Yogendra (2000, 2002): *Culture Change in India: Identity and Globalization;*Rawat, New Delhi.

Singh. Yogendra (2004): *Ideology & Theory in Indian Sociology*, Chapter 7; Rawat, Jaipur and New Delhi.

Tjahjono, Gunawan (2003): *Reviving the Betawi Tradition: The Case of Setu Babakan,* Indonesia; *http://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db name=MIE2006&paper id=112.*

Tomlinson, John (2003, March-19): *Globalization and Cultural Identity; http://www.polity.co.uk/global/pdf/gtreader2etomlinson.pdf.*

Water, Malcom (1995): *Globalization; Routledge; Londan and New York.*

Wittgenstein, Ludwig (2006, May-23): *Culture and Globalization: Polarization, Homogenization, Hybridization (part2); http://www.adifferentportraitblogspot.com/2006-10-01-archive-html.*